আলমডাঙ্গায় আদালতের আদেশ অমান্য রাস্তা বন্ধের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে রবিউল ইসলামের পরিবার।

পাঁচ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুলে চলাচলের পথ খুলে দিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন রবিউল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের কায়েতপাড়া গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা (ইনজাংশন) উপেক্ষা করে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি পরিবারের যাতায়াতের একমাত্র পথ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পাঁচ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় চলাচলের পথ খুলে দেওয়া এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী রবিউল ইসলাম। একই সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেও প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেছেন তিনি। পথ বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে পরিবারটি। দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগীরা।

শনিবার (১৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে প্রতিবেশী জামাত আলী ও তাঁর ছেলেসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন রবিউল ইসলাম। অভিযুক্তরা হলেন—মো. জামাত আলী (৬০), তাঁর ছেলে লাবলু (৪০), আজিজ (৪৫), টুটুল (৩২) এবং মৃত আমদ আলীর ছেলে পান্না (৪০)।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কায়েতপাড়া গ্রামের রবিউল ইসলাম ও তাঁর ছোট ভাই নাজমুলের সঙ্গে প্রতিবেশী জামাত আলীর একই দাগের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। রবিউলের দাবি, তাঁদের দাদা আগেই পারিবারিকভাবে জমি ভাগ করে দেওয়ার পর তাঁর বাবা সেখানে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। প্রায় ৭০ বছর ধরে ওই বাড়িতে বসবাস করছে তাঁদের পরিবার।

অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ২৩ অক্টোবর বিবাদীরা বসতবাড়ির সামনে বাঁশের বেড়া দিয়ে প্রবেশপথ আটকে দেন। পরে গত ১১ নভেম্বর বিকেল

৩টার দিকে বাড়ির পশ্চিম পাশে মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী চলাচলের পথটিও বাঁশের বেড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রবিউলের দাবি, তাঁর পরিবার ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই পথ ব্যবহার করে আসছে। পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের স্বাভাবিক চলাচল, কৃষিকাজ ও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করা আবেদনে বিরোধপূর্ণ জমির তফসিল হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলার কায়েতপাড়া ১১২ নম্বর মৌজার আরএস-৩৪৮ খতিয়ানের ১৬১০ নম্বর দাগ উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, ওই জমির পশ্চিম পাশের আইল দিয়ে মূল সড়কে যাতায়াতের পথ রয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারির পরও সেখানে বাঁশের বেড়া দিয়ে চলাচলের পথ আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

রবিউল ইসলাম বলেন, “আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও তাঁরা আমাদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না, জমির কাজও বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। প্রশাসনের কাছে দাবি, দ্রুত বেড়া অপসারণ করে আমাদের চলাচলের পথ উন্মুক্ত করা হোক এবং পরিবারের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।”

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য কফিল উদ্দিন বলেন, “বিষয়টি আমি জানি। প্রায় এক মাস আগে উভয় পক্ষকে নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করেও সমাধান হয়নি। পরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারির পরও জামাত আলীরা বেড়া দিয়ে পথ বন্ধ করেছেন। জমি নিয়ে বিরোধের কারণে পথ বন্ধ হওয়ায় পরিবারটি সমস্যায় পড়েছে। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তবে আদালতের নির্দেশনা মেনে চলা সবার দায়িত্ব।”